গল্প-বিশ্লেষণ :

১৯৪২-এ প্রকাশিত হয় সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' নামের গল্প-সংকলনটি। সেই গ্রন্থের প্রথম গল্প 'ফসিল'। এ গল্পের প্রথমদিকে দেখি স্বার্থ-সর্বস্ব, অর্থ লোলুপ দুটি পৃথক গোষ্ঠী ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে দুর্বল তৃতীয় গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু পরে ওই তৃতীয় গোষ্ঠী নিজেদের অধিকারের দাবিতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইলে সেই সংকটময় মুহূর্তে পরস্পর বিরোধী দুটি শোষক গোষ্ঠী হাতে হাত মেলায়। সচেতন হয়ে ওঠা শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণি আর তাদের নেতা দুলাল মাহাতোকে তারা মুখ থুবড়ে ফেলে দেয় অভ্র ও গ্রানাইটের ধসে পড়া ক্ষুধার্ত খনি গহ্বরে।

'ফসিল' কেবল সুবোধ ঘোষেরই নয়, বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসেও এক অনন্যসাধারণ নির্মাণ। এই গল্পের বিশিষ্ট প্রতিবাদী চরিত্র বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ মহারাজ অরাতিদমনের কুর্মি প্রজারা এবং ধনতন্ত্রের প্রতিভূ মিঃ

গিবসনের কুর্মি কুলিরা একজোট হয়। এই দরিদ্র, অসহায়, শোষিত-নিপীড়িত সর্বহারা শ্রেণিকে সংঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো মরিসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরে এসেছে দীর্ঘকাল পরে। মরিসাসের চিনিকলের কর্মী অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এনেছে তার শ্রমজীবী ভাইদের জন্য। যেমন, জেল-জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রমজীবী ভাইদের সংগঠিত করেছিল, বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সমরেশ বসুর 'কিমলিস' গল্পের বেচন চরিত্রটিও। বৃদ্ধ দুলাল বাকি জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা এবং বুকভরা হাঁফানি নিয়ে ফিরেছে। তার আর্বিভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা, একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

অঞ্জনগড়ের অসহায়, শোষিত, নিপীড়িত শ্রমজীবীদের নতুন করে, নতুনভাবে মানুষের মর্যাদা নিয়ে কীভাবে বাঁচা যায়, তারই মন্ত্রণা দিয়েছে দুলাল। এরা অঞ্জনগড়ে বসে বসে দু'দিক থেকেই (একদিকে রাজা অরাতিদমন, আর একদিকে মিঃ গিবসন) মার খাচ্ছিল এতদিন। দুলাল মাহাতো কুর্মিদের শিখিয়েছে নগদ মজুরি কী জিনিস। বিশ্বাসী, সরল, অসহায়, শোষিত মানুষগুলোকে সচেতন করে তুলেছে দুলাল ঃ 'ভাইসব, এই বুড়োর মাথায় যটা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়, সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।'

অঞ্জনগড়ের নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষগুলোর হয়ে সিন্ডিকেটের সাহেবদের সঙ্গে দুলাল সমানে কথা চালায়। কুলিদের মজুরির রেট, হপ্তা, পেমেন্ট, ছুটি, ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা। এসব সে-ই কুর্মিদের মুখপাত্র হয়ে আলোচনা করেছে। পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে।

দুলাল কেবল মিঃ গিবসনের কাছ থেকেই কুলিদের দাবী-দাওয়া আদায় করে ক্ষান্ত হয় না, রাজা অরাতিদমনকেও প্রজাদের ন্যায্য হকের কথা দুলাল মাহাতো স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

দুলাল মাহাতোর নেতৃত্বে অসহায়, ভীরু, নিপীড়িত মানুষগুলো কেবল প্রতিবাদই নয়, প্রতিরোধেও এগিয়ে আসে। 'দুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন রাজ্যের কুর্মিরা একত্রিত হল ঘোড়ানিমের জঙ্গলে। পাকা চুলে ভরা মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে হাতে নিয়ে দুলাল দাঁড়াল। আজ আমাদের মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হল। এখন ভাব কি করা উচিত। চিনে দেখ, কে আমাদের দুশমন আর কেই বা দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জত, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোনো মতেই ক্ষমা নয়।'

ভাঙা শঙ্খের মতো দুলালের স্থবির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে কেঁপে কেঁপে আওয়াজ ছাড়ে, 'ভাই সব, আজ থেকে এ মাহাতোর প্রাণ মণ্ডলের জন্য, আর মণ্ডলের প্রাণ.....।

কুর্মি জনতা একসঙ্গে হাজার লাঠি তুলে প্রত্যুত্তর দিল মাহাতোর জন্য। ঢাকঢোল পিটিয়ে একটা নিশান পর্যন্ত উড়িয়ে দিল তারা।'

মহারাজা অরাতিদমনের উপদেষ্টা মুখার্জিই টের পান এই মেঘেই বজ্র থাকে। কাজেই তিনি পারমর্শ দেন অবিলম্বে দুলালকে আটক করতে। মহারাজা ও মিঃ গিবসন, দুই শত্রু পরস্পর মিলিত হন, তাদের উভয়েরই শত্রু দুলাল মাহাতোকে হত্যার যথাযথ সিদ্ধান্তে। দুই শোষকের মিলিত সুপরিকল্পনায় দুলালকে হত্যা করা হয়। কেননা, শ্রমজীবীদের হয়ে উভয় শোষকের বিরুদ্ধেই আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল দুলাল। তাই তাকে মরতে হল।

কিন্তু বিপ্লব দীর্ঘজীবী। বিপ্লবের কখনো মৃত্যু নেই। দুলালের নেতৃত্বে কুর্মি প্রজাদের মধ্যে যে জাগরণ ঘটে যায়.....তা কখনো ব্যর্থ হওয়ার নয়। একদিন তা সফল হবেই। আজ, অথবা কাল, কিম্বা পরশু।

বিপ্লব একদিনে আসে না। একদিনে আসে না জয়। সাফল্যও। দুলালের আত্মোৎসর্গই নিপীড়িত, শোষিতদের সংঘবদ্ধ করবে। আর সেই ঐক্যবদ্ধ শোষিত শ্রেণি একদিন সংগ্রামে জয়ী হবেই।